যুগান্তর

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ..৬... কলাম ...৩.....

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

শাবি সংকটের প্রপঞ্চমালা

মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন

সামষ্টিক ও অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে শাবি সংকটকে বিচার করলে এর নেপথ্যে প্রধান যে উপাদানটি প্রতীয়মান, তা হল আদর্শিক দ্বন্দ্ব। প্রথমেই বলে নেয়া ভালো স্থানীয়, জাতীয় ও অনলাইনভিত্তিক কিছু কিছু গণমাধ্যম সংকটটিকে ক্ষমতা ও পদের জন্য লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যারা সংকটটিকে গভীরতার সঙ্গে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, এক প্রান্তে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা সব প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করে ভিসির বিভিন্ন অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন এবং অন্য প্রান্তে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আরেকটি অনভিজ্ঞ স্বার্থান্বেষীমহল বিভিন্ন পদ নিজেরা বাগিয়ে নিচ্ছেন। প্রতিবেদনসম এই উপ-সম্পাদকীয়টি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। যেসব তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে তার বেশিরভাগই আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং কিছু তথ্য অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে পাওয়া।

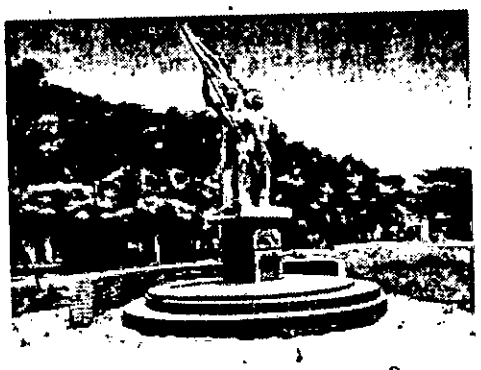

শাবি শিক্ষকদের আদর্শিক অবস্থানগত চিত্র : বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন প্রায় ৩৪০ জন শিক্ষক। এর মধ্যে ক. মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের ফোরামে সক্রিয় সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২৫ জন। খ. জামায়াত-বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১১০ জন। গ. ২০১০ সালে এক ধরনের অগণতান্ত্রিক মানসে (গ্রুপের সাধারণ সদস্যদের ভোটে সিন্ডিকেট সদস্যের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না পাওয়ায়) মূলধারার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি এবং জামায়াতিদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী' নামক একটি গ্রুপের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩০ জন। গোপন আঁতাতে ওই বছর এ গ্রুপ জামায়াত-বিএনপিপন্থী একজন সিন্ডিকেট সদস্য ও একজন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্যকে নির্বাচিত করে। ঘ. সাম্প্রতিক সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের প্যানেল থেকে নির্বাচিত শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. কবির হোসেন অবৈধভাবে সিলেকশনগ্রেড ও বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা (যেমন আত্মীয় ও নিজ এলাকার লোকজনকে চাকরি প্রদান, ৯ বছর চাকরি করা নিজের ভাইকে ৪১ লাখ টাকা পেনশন প্রদান ইত্যাদি) নিয়ে মূলধারার সঙ্গে প্রতারণা করে কিছু স্বার্থবাদী শিক্ষককে (এর মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র জালিয়াতির অভিযোগ আছে) সঙ্গী করে একটি অপ্রকাশিত গ্রুপ করেন যার সদস্য সংখ্যা ১০। তিনি ছাত্রজীবনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন (সম্প্রতি জাবির শহীদ সালাম-বরকত হলের তৎকালীন প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরগণের কাছ থেকে জানা)। ঙ. প্রায় ৬৫ জন শিক্ষক আছেন যারা সরাসরি কোনো গ্রুপে অংশগ্রহণ করেন না।

ভিসিবিরোধী আন্দোলন ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব : জুলাই ২০১৩ প্রফেসর ড. আমিনুল হক ভুইয়া ভিসি হিসেবে যোগদানের পর প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতিতে থাকা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ ভিসিকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু শুরু থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনমূলক কাজে অনীহা প্রকাশ করেন। তার অগ্রজ ভিসি প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিন প্রায় ৬৪ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সবুজ পাতায় রেখে গেলে বর্তমান ভিসি একবারের জন্যও তহবিলটি ছাড়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। দিনে দিনে তার দুর্নীতির পরিধি যেমন বিস্তৃত হতে শুরু করল, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বও বাড়তে থাকল। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি :

১. যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনা '৭১-এর ভাস্কর্যের নামফলক ইসলামী ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা ভেঙে ফেলে। এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করলে শিবির ক্যাডাররা অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা করে আমার নিজের মোটরবাইকসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের বাইক পুড়িয়ে দেয় (ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষিত আছে) ও তাদের আক্রান্ত করে। ভিসি আক্রান্তদের পাশে না দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের 'নো কমেন্ট' মন্তব্য করে পরদিন ভারত ভ্রমণে চলে যান। এ ঘটনার পর থেকেই তার প্রকাশ্যে জামায়াতপ্রীতি শুরু হয়।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম দীপু ছাত্রকল্যাণ উপদেশ ও নির্দেশনা পদে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা দিয়েছেন। যৌন হয়রানির তদন্ত বিষয়ে ভিসি জামায়াত-বিএনপিপন্থী শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক, ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী ড. সাজেদুল করিমের অনুরোধে ও তার উপস্থিতিতে এই নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককে 'I order, you will do it otherwise you quit' বলে ধমক দেন। অপমান সহ্য করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর দীপু পদত্যাগ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ এ ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে উপাচার্য সর্বসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মূলধারার শিক্ষকরা তাকে আবার সহযোগিতা করতে রাজি হন।

৩. উপরোক্ত ঘটনার পর ভিসির জামায়াতপ্রীতি আবারও বাড়তে থাকে এবং এর প্রতিবাদ করলে তার ঔদ্ধত্যও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক নাছির উদ্দিন যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে আজ পর্যন্ত তাঁর বিচার নিশ্চিত না করে বিদেশে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মূলধারার শিক্ষকবৃন্দ এবারও বাধ্য হয়ে সময়সীমা বেঁধে দিলে নাছির উদ্দিনের বিদেশ যাওয়া স্থগিত করেন।

৪. গত ২০ নভেম্বর ২০১৪-তে বহুধাবিভক্ত ছাত্রলীগের কোন্দলে সুমন দাস নামে বহিরাগত এক ছাত্র নিহত হলে ভিসি ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে পরের দিনই সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির একজন সদস্য জামায়াতপন্থী শিক্ষক প্রফেসর ড. নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ভারত চলে যান।

৫. মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের প্রমোশন/আপগ্রেডেশনে অহেতুক কালক্ষেপণ ও অনীহা থাকলেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া চারদলীয় জোট সরকার আমলের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিতাড়িত ভিসি মোসলেহ উদ্দিনের ভায়রাভাই ড. মোজাম্মেলকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রমোশন দিয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেন।

এ ছাড়াও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে জামায়াতি আধিক্য চোখে পড়ার মতো। শাবি ভিসির উপরোক্ত মৌলবাদ তোষণে মূলধারার শিক্ষকবৃন্দ চরমভাবে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। তার সীমাহীন দুর্নীতি (শ্বেতপত্রে প্রকাশিত) ও দুর্ব্যবহার তাদের অতিষ্ঠ করেছে। তারা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই ভিসির অধীনে কোনো প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করবেন না। ভিসির পদত্যাগ দাবি না করে গত ২০ এপ্রিল ২০১৫-তে তারা একযোগে ৩৭টি প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। দিশেহারা হয়ে পড়লে ভিসি দুই মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এ সময় নিজের পঞ্চম সন্তানের জন্মের দোহাই দিয়ে সিন্ডিকেট থেকে দুই মাসের ছুটিতেও যান। ঘটনা পরিক্রমায় বিভিন্ন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ভিসি আবার জামায়াতপন্থী শিক্ষক ড. মোহাদ্দেক এবং মুক্তচিন্তার ড. আখতারুল ইসলামকে সঙ্গী করে প্রত্যুষে গত ২২ জুন ২০১৫-তে পুনরায় যোগদান করেন। তার পদত্যাগের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, লিখিত এগ্রিমেন্ট করি নাই'। এর প্রতিবাদে ক্লাস ও পরীক্ষা চালু রেখে তার পদত্যাগ দাবি করে ওইদিন থেকে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ। আন্দোলনের ৩২তম দিনে গত ২৩ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী 'Prestigious Solution'-এর আশ্বাস দিয়ে ভিসিকে রুটিন কাজের সিদ্ধান্ত দিলে তারা সাময়িকভাবে অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত করেন।

৩০ আগস্টের হামলা ও নেপথ্য কাহিনী : ২২ জুন পুনরায় যোগদানের পর ভিসি প্রকাশ্যে উল্লিখিত (খ), (গ), ও (ঘ) আদর্শের শিক্ষকদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে নিয়োগ বাণিজ্য ও টেন্ডারবাজির অপার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এক ধরনের রাজনৈতিক অর্থনীতি নির্মাণ করেন। এটি আতংকের বিষয় যে, ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'হিযবুত তাহরীর (শাবিতে তাদের ছাত্র সংগঠন *ইয়ুথ কর চেঞ্জ*)' আবার সক্রিয় হয়েছে। অনন্ত বিজয় দাশ হত্যায় আটককৃতদের একজন শাবি ছাত্র এবং সে আরেকজনের নাম বলেছে। ভিসির পাশে এ মুহূর্তে এই নিষিদ্ধ সংগঠনের উপদেষ্টারাও সক্রিয় (যেমন ড. সাখাওয়াত হোসেন)। ছাত্রলীগের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা এসব সদস্য যে কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রান্ত করতে পারেন।

গত ২৯ আগস্ট রাতে জানতে পারি যে, ভিসি তার বাসভবনে ছাত্রলীগের পদধারী পাঁচজন নেতা এবং উল্লিখিত (গ) শিক্ষক গ্রুপের ড. আখতারুল ইসলাম, ড. রাশেদ তালুকদার ও ড. হাসান জাকিরুল ইসলাম এবং (ঘ) গ্রুপের ড. কবির হোসেন— এই চারজনকে নিয়ে গোপন সভা করছেন। সেই সভাতেই সম্ভবত হামলার সিদ্ধান্ত হয়। আমি আশা করছি, যেহেতু 'টক অব দ্য কান্ট্রি' ছিল তাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াতে হামলা ও শিক্ষক লাঞ্ছনার দৃশ্য অনেকেই অবলোকন করেছেন। ৩০ আগস্টের হামলার অব্যবহিত পরেই ভিসি বিভিন্ন মিডিয়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় তথ্য পরিবর্তন করে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন, (মিডিয়াতে) তাকে কয়েকজন শিক্ষক ধাক্কা দেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল সোয়া ৮টার দিকে যখন আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সংখ্যা খুব কম (৮-৯ জন), তখন ছাত্রলীগের একজন নেতা ভিসিকে ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলেন। তিনি ভবনের সামনে পৌঁছলে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাকে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ও একজন সহকারী প্রক্টর (ভিডিও ফুটেজ বিদ্যমান) পরিবেষ্টন করে চোখের পলকে ভবনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। প্রফেসর ড. ইউনুছ প্রতিরোধের চেষ্টা করলে ভিসি নিজে কলার ধরে প্রফেসর ইউনুছকে ধাক্কা দেন ও ছাত্রলীগের ছেলেরা প্রফেসর ইউনুছকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় (ভিডিও ফুটেজ বিদ্যমান)। ভিসি কার্যালয়ে প্রবেশ করার পর প্রক্টরিয়াল বডির সামনেই প্রক্টরসহ ছাত্রলীগের ছেলেরা শিক্ষকদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করে ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এটি বলা সত্যিকার অর্থেই বাহুল্য যে, ভিসি এই প্রক্টর সমন্বয়ে একটি লোকদেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

আগাছা ও ফুল গাছ : শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী আগাছা পরিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে 'কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ' আগাছা নিধন শুরু করেছে। তারা ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখে। তবে এ নিধন অব্যাহত থাকলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রফেসর জাফর ইকবাল উপযুক্ত পরিবেশে আগাছাকে ফুলগাছে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হলে আগে বিষবৃক্ষ পরিষ্কার করতে হবে, যাতে আর আগাছা/পরগাছা না জন্মায়। বিষবৃক্ষের আকৃতি ও ছায়া এতই বিস্তৃত যে, তাকে উপড়াতে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। আর এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, শাবিতে অন্যায় ও দুর্নীতির প্রধান বিষবৃক্ষ যে ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছে দয়া করে তার মূলোৎপাটন করুন। আপনার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অগ্রসৈনিক এই শাবি। যুগান্তকারী ডিজিটাল ভর্তি পরীক্ষা উদ্ভাবনের জন্য আপনার দেয়া উপহার নান্দনিক আইআইসিটি ভবনটি (ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া আইআইসিটি ভবন) কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। একাডেমিক অবস্থান থেকে যে শাবি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি বর্তমান প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে নিকট ভবিষ্যতে এটি একটি প্রান্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। এটি বলা অতিকথন নয় যে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সিলেটের স্থানীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে শাবির দৃশ্যমান অবদান ইতিমধ্যে সবার নজর কেড়েছে। আমি বিশ্বাস করি, উদ্ভাবনী-বৈচিত্র্য দিয়ে বর্তমানের ন্যায় অদূর ভবিষ্যতে শাবি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পেশাদারী এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখবে। দরকার শুধু 'উপযুক্ত পরিবেশ'! নতুন এ পরিবেশে শুধুই ফুল গাছ নয়, ফলদ গাছও জন্মাবে। বিষবৃক্ষের ছায়াতলে না পড়লে যার প্রভাব থাকবে সুদূরপ্রসারী। অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে শাবির মতো একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রয়োজন একজন সৎ, মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও সর্বোপরি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অভিভাবক।

মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন : *সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ; সাবেক সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক সমিতি এবং সাবেক প্রভোস্ট ও সিন্ডিকেট সদস্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*